ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স আর্ক প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

এম/এস অমিত মেটালিক্স লিমিটেড এবং আরেকজন

(২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১৭০০)

১৩ই মে, ২০২১

[বিনীত শরণ এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬: ধারা ৩০(৪) – সমাধান পরিকল্পনা – কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অনুমোদন – সমাধান পরিকল্পনা আবেদনকারী কর্তৃক জমা দেওয়া সমাধান পরিকল্পনা পাওনাদার কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয় – আপিলকারী প্রস্তাবিত অংশের বিষয়ে, বিশেষ করে তার হাতে থাকা জামানতের মূল্যের উল্লেখ করে আপত্তি জানান এবং ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার হিসেবে থাকেন – পাওনাদার কমিটি-এর ভোটিং শেয়ারের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা অনুমোদিত সমাধান পরিকল্পনা রেজোলিউশন পেশাদার কর্তৃক বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর কাছে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয় – বিচারক কর্তৃপক্ষ দেখে যে পরিকল্পনাটি কার্যকর ও টেকসই এবং পাওনাদার কমিটি কর্তৃক আর্থিক বিডগুলির বিচক্ষণ বিতরণ তাদের প্রাপ্য অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে করা হয়েছে – বিচারক কর্তৃপক্ষ সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করে – আপিলকারী অ্যাপেলেট কর্তৃপক্ষের কাছে একই বিরোধিতা করে ব্যর্থ হন – ফলস্বরূপ বর্তমান আপিল – স্থির করে: সমাধান পরিকল্পনা বিবেচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি মূলত পাওনাদার কমিটি-এর বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার বিষয় এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর জন্য কোডের ধারা ৩০(২) এর চার কোণের মধ্যে এবং অ্যাপেলেট কর্তৃপক্ষের জন্য ধারা ৩০(২) ধারা ৬১(৩) সহ পঠিত হলে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত থাকে – সমাধান পরিকল্পনা-এর আর্থিক প্রস্তাব পাওনাদার কমিটি-এর ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের মূল অংশ – একবার যদি দেখা যায় যে সমস্ত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং যত্ন নেওয়া হয়েছে, তবে বিচারিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি কোনো বিশেষ পাওনাদার বা কোনো অংশীদারের প্রতি পরিমাণগত বিশ্লেষণ করার জন্য প্রসারিত করা যায় না, যিনি নিজের অসন্তোষ বহন করতে পারেন – আপিলকারীর জন্য প্রস্তাবিত অর্থ অন্যান্য সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের জন্য প্রস্তাবিত অর্থের শতাংশের সমতুল্য – অতএব, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ অস্বীকার বা অগ্রাধিকার উপেক্ষা করার কোনো ঘটনা তৈরি হয়নি – বিচারিক পর্যালোচনা।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১.১ সমাধান পরিকল্পনা বিবেচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি মূলত পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার বিষয় এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর জন্য বিধির ধারা ৩০(২) এর চার কোণের মধ্যে; এবং আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য ধারা ৩০(২) ধারা ৬১(৩) সহ পঠিত হলে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত থাকে।

১.২ সমাধান পরিকল্পনা-এর আর্থিক প্রস্তাব পাওনাদার কমিটির ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের মূল অংশ। একবার যদি দেখা যায় যে সমস্ত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং যত্ন নেওয়া হয়েছে, তবে বিচারিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি কোনো বিশেষ পাওনাদার বা কোনো অংশীদারের প্রতি পরিমাণগত বিশ্লেষণ করার জন্য প্রসারিত করা যায় না, যিনি নিজের অসন্তোষ বহন করতে পারেন। অন্য কথায়, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি-এর পরিকল্পনায়, প্রতিটি অসন্তোষ আইনি অভিযোগের চরিত্র ধারণ করে না এবং আপিলের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

কে. শশীধর বনাম ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ১২ এসসিসি ১৫০ : [২০১৯] ৩ এসসিআর ৮৪৫; মহারাষ্ট্র সীমলেস লিমিটেড বনাম পদ্মনাভন ভেঙ্কটেশ এবং অন্যান্যরা (২০২০) ১১ এসসিসি ৪৬৭ – উল্লিখিত।

২.১ বিধির ধারা ৩০ এর সংশোধিত উপ-ধারা (৪) এর বিধানগুলি, যার উপর আপিলকারীর পক্ষে অতিরিক্ত নির্ভর করা হয়েছে, আপিলকারীর অনুরোধে সমাধান পরিকল্পনা-এ হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ তৈরি করে না। জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল বিচারালয় এর এই পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল যে ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর এই সংশোধনী কেবলমাত্র পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগের সময় বিবেচনাগুলিকে প্রসারিত করেছে যাতে সমাধান পরিকল্পনা-এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকা পাওনাদারদের মধ্যে ন্যায্য বণ্টনের সাথে; এবং পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে নেওয়া ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না যদি না একই শ্রেণীর অন্তর্গত পাওনাদারদের সাথে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ অস্বীকার করা হয়।

২.২ ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের প্রশ্নে, যদিও বিচারক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ই সমাধান পরিকল্পনা-এর পক্ষে সমান্তরাল সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

আপিলকারীর জন্য প্রস্তাবিত অর্থ অন্যান্য সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের জন্য প্রস্তাবিত অর্থের শতাংশের সমতুল্য। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ অস্বীকার বা অগ্রাধিকার উপেক্ষা করার কোনো ঘটনা তৈরি হয়নি।

২.৩ আপিলকারীর পক্ষে তার জামানত মূল্যের উল্লেখ করে বারবার যে বক্তব্য জমা দেওয়া হয়েছে, তার কোনো অর্থ বা সারবত্তা নেই। ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার যা পাওয়ার অধিকারী তা বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর পরবর্তী অংশে নির্দিষ্ট করা আছে।

এসসার স্টিল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পাওনাদার কমিটি বনাম সতীশ কুমার গুপ্তা এবং অন্যান্যরা (২০২০) ৮ এসসিসি ৫৩১ : [২০১৯] ১৬ এসসিআর ২৭৫; জেপি কেনসিংটন বুলেভার্ড অ্যাপার্টমেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা বনাম এনবিসিসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা [২০২১] ৫ স্কেল ১৪২ – নির্ভর করা হয়েছে।

৩. একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণের উপর সীমাবদ্ধতা বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর সহজাত। আইনসভার উদ্দেশ্য এমন ছিল না যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদের উপর একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের জন্য উপলব্ধ একটি জামানত তাকে অন্যান্য আর্থিক পাওনাদারদের চেয়ে অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করে যাতে সে সমগ্র জামানত কার্যকর করতে পারে এবং এর মাধ্যমে একই শ্রেণীর পাওনাদারদের জন্য প্রস্তাবিত প্রাপ্তব্য তারল্য মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে একটি অসম পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০১৯] ১৬ এসসিআর ২৭৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৯] ৩ এসসিআর ৮৪৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
(২০২০) ১১ এসসিসি ৪৬৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৭০০ ।

২০২০ সালের সি.এ.(এ.টি.) (দেউলিয়া) নং ১০৬১-এ, নয়াদিল্লির (এন.সি.এল.এ.টি.) প্রিন্সিপাল বেঞ্চের জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনালের ০২.০৩.২০২১ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঞ্জীব সিং, শ্রীমতি কাজল ভাটিয়া, প্রশান্ত ত্রিপাঠি, সুধাংশু পালো, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

কুমারজিৎ ব্যানার্জি, গৌরব গুপ্ত, আইনজীবীরা উত্তরদাতার জন্য।

আদালত কর্তৃক নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেনঃ

রায়

১. দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬[১] এর ধারা ৬২ এর অধীনে এই আপিলের মাধ্যমে, আপিলকারী ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল বিচারালয়, নতুন দিল্লি[২] কর্তৃক ০২.০৩.২০২১ তারিখে সিএ(এটি) (ইনসলভেন্সি) ২০২০ সালের ১০৬১ নং-এ প্রদত্ত আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছে, যার মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জাতীয় কোম্পানি আইন বিচারালয়, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা[৩] কর্তৃক ২০.১০.২০২০ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা প্রত্যাখ্যান করেছে, যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ভিএসপি উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে উত্তরদাতা নং ২) এর জন্য সমাধান পরিকল্পনা-এর অনুমোদন সংক্রান্ত ছিল, যা সমাধান পরিকল্পনা[৪] আবেদনকারী অমিত মেটালিকস লিমিটেড (এখানে উত্তরদাতা নং ১) কর্তৃক জমা দেওয়া হয়েছিল।

২. আপিলকারী কোম্পানিটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদার হিসাবে রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেডের অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থের নিযুক্ত হিসাবে বিবেচিত, যার পাওনাদার কমিটি[৫]-তে ভোটিং শেয়ারের ৩.৯৪% রয়েছে।

৩. যখন উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক জমা দেওয়া সমাধান পরিকল্পনা পাওনাদার কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়, তখন আপিলকারী প্রস্তাবিত অংশের বিষয়ে, বিশেষ করে তার হাতে থাকা জামানতের মূল্যের উল্লেখ করে আপত্তি জানান; এবং ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার হিসেবে থাকতে বেছে নেন। আপিলকারীর এই ভিন্নমত এবং রেজোলিউশন পেশাদার এবং পাওনাদার কমিটি-এর অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা এর প্রতিক্রিয়া ৩১.০৭.২০২০ তারিখের পাওনাদার কমিটি-এর ১৪তম বৈঠকে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল: -

"রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট/ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি-এর প্রতিনিধি, শ্রী শক্তি জানতে চাইলেন যে সমাধান পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কম অংশ পাচ্ছে, অথচ তাদের হাতে থাকা জামানতের মূল্য অনেক বেশি।"

১)এরপর থেকে 'কোড' বা 'আইবিসি' নামেও উল্লেখ করা হবে।

২) এরপর থেকে 'আপিল কর্তৃপক্ষ' বা 'এনসিএলএটি' নামেও উল্লেখ করা হবে।

৩) এরপর থেকে 'বিচারকারী কর্তৃপক্ষ' বা 'এনসিএলটি' হিসেবেও উল্লেখ করা হবে।

৪) সংক্ষেপে 'সিআইআরপি'।

৫) সংক্ষেপে 'সিওসি'।

তিনি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ন্যায্য বাজার মূল্য এবং অবসায়নের মূল্য সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন। এই বিষয়ে রেজোলিউশন পেশাদার তাকে জানান যে, ইন্ডিয়ান ব্যাংকরাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (আই.বি.বি.আই.) এর নিবন্ধিত মূল্যায়নকারীদের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে, যাদেরকে প্রাক্তন ইন্টেরিম রেজোলিউশন পেশাদার নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি এতে কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পাননি। অন্য সদস্যরাও এতে সম্মত হন। এরপর শ্রী শক্তি এই বিষয়টি উত্থাপন করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোম্পানিটি অবসায়নে গেলে তাদের জন্য ভালো হবে এবং তারা ধারা ৫২(১)(খ) এর অধীনে বিকল্প ব্যবহার করে তাদের জামানত আদায় করতে পারবেন। তখন রেজোলিউশন পেশাদার উত্তর দেন যে, অবসায়নের বিকল্পটি একজন পাওনাদারের জন্য উপকারী হতে পারে তবে এটি অবশ্যই অন্যান্য সুরক্ষিত ঋণদাতাদের জন্য ক্ষতিকর, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রায় ৯৬%। উপরন্তু, রেজোলিউশন পেশাদার আরও বলেন যে, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি এর উদ্দেশ্য হলো একটি দুর্দশাগ্রস্ত কোম্পানির সমাধান এবং পুনরুজ্জীবন, এটি কোনো পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া নয়।

৩.১. তবে, অন্যান্য আর্থিক পাওনাদারদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাধান পরিকল্পনা-এর পক্ষে ভোট দেয় এবং তাই, সমাধান পরিকল্পনা আর্থিক পাওনাদারদের ভোটিং শেয়ারের ৯৫.৩৫% এর অনুমোদন লাভ করে।

৪. পাওনাদার কমিটি-তে ভোটিং শেয়ারের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা অনুমোদিত উক্ত সমাধান পরিকল্পনা, রেজোলিউশন পেশাদার কর্তৃক বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর কাছে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়। বিচারক কর্তৃপক্ষ সমাধান পরিকল্পনা-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে আর্থিক প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে; এবং দেখে যে পরিকল্পনাটি কার্যকর ও টেকসই এবং পাওনাদার কমিটি কর্তৃক আর্থিক বিডগুলির বিচক্ষণ বিতরণ তাদের প্রাপ্য অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে করা হয়েছে এবং এটি সমস্ত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলছে। বিচারক কর্তৃপক্ষ তার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং ২০.১০.২০২০ তারিখের (২১.১০.২০২০ তারিখে সংশোধিত) আদেশে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করে সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করে: -

"১৩. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর কথা শুনে এবং পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে বোঝা যাচ্ছে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদগুলি একটি নিরাপদ হাতে চলে যাচ্ছে। রেজোলিউশন পেশাদার, শ্রী রাজ সিংহানিয়া, একটি সমাধান পরিকল্পনা আবেদনকারী খুঁজে বের করার জন্য বিশেষ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, যার পরিকল্পনা পাওনাদার কমিটি কর্তৃক ৯৫.৩৫% ভোটিং শেয়ার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, এমনকি কোভিড-১৯ মহামারীর এই কঠিন সময়েও। রেজোলিউশন পেশাদার কর্তৃক জমা দেওয়া ফর্ম এইচ অনুযায়ী, সমাধান পরিকল্পনা আবেদনকারী কর্তৃক সমস্ত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। এটি দেওলিয়া প্রবিধান প্রক্রিয়ার অর্থ পরিশোধ, কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের

ঋণ পরিশোধ, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিষয়াদি পরিচালনা, এবং সমাধান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের বিধান করে।এটি পরিকল্পনার শর্তাবলী এবং এর বাস্তবায়নের সময়সূচীও সরবরাহ করে। সুতরাং এটি একটি কার্যকর এবং টেকসই পরিকল্পনা। পাওনাদার কমিটি কর্তৃক আর্থিক বিডগুলির বিচক্ষণ বিতরণ তাদের প্রাপ্য অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে করা হয়েছে বলে বিচারাধীন পরিকল্পনা থেকে অনুমান করা যায়। বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করে কোনো বিলোপ বা বিলুপ্তির মওকুফ পরিলক্ষিত হয়নি এবং তাই, পরিকল্পনায় এমন কিছু নেই যা এটিকে অনুমোদন না করার কারণ হতে পারে। এই কর্পোরেট আবেদন ২০১৯ সালের ৭ই আগস্ট গৃহীত হয়েছিল। তবে, ১৮০ দিন শেষ হওয়ার পর, কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সময়কাল বাড়ানো হয়েছিল, কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত লকডাউন সময়ের দিনগুলি বাদ দিয়ে, এমন কোনো কার্যক্রমের সময়সীমার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে না যা এই ধরনের লকডাউনের কারণে সম্পন্ন করা যায়নি, কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এর মাধ্যমে, ২৭০ দিনের মধ্যে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক পরিকল্পনার অনুমোদন। পাওনাদার কমিটি তার প্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলি নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছে এবং প্রতিটি পরিকল্পনার কার্যকারিতা, সম্ভাব্যতা এবং আর্থিক বিন্যাস নির্ধারণ করেছে এবং পাওনাদার কমিটির সদস্যদের ৯৫.৩৫% ভোটের মাধ্যমে একটি অনুমোদন করেছে।"

৫. সমাধান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি বিচারক কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। যাই হোক না কেন, বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে, আপিলকারী বিধির ধারা ৬১(১) ধারা ৬১(৩) সহ পঠিত হলে আপিল দায়ের করেন। আপিলকারীর পক্ষে, ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার হিসাবে তার ক্ষমতায়, দাবি করা হয়েছিল যে অনুমোদিত সমাধান পরিকল্পনা 'কার্যকর এবং টেকসই' হওয়ার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারেনি, যেহেতু সুরক্ষিত সম্পত্তির মূল্য, যার উপর কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তার অনুকূলে জামানত তৈরি করেছিল, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। আপিলকারী দাবি করেছিল যে, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি-এর ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধনের পর, যা ১৬.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর হয়, পাওনাদার কমিটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে বণ্টনের পদ্ধতি পাওনাদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম এবং একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের জামানতের অগ্রাধিকার ও মূল্য উভয়ই বিবেচনা করে; এবং সমাধান পরিকল্পনা আবেদনকারী এবং পাওনাদার কমিটি তার অনুকূলে বিদ্যমান জামানত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিচারক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আইনসম্মত ছিল না।

৬. আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর পক্ষে করা বক্তব্যগুলি নোট করে এবং এই আদালতের এসসার স্টিল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পাওনাদার কমিটি বনাম সতীশ কুমার গুপ্তা এবং অন্যান্যরা: (২০২০) ৮ এসসিসি ৫৩১[৬] মামলাটির সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় পাওনাদারদের বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি জোর দেয়। আপিল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে এসসার স্টিল-এর অনুচ্ছেদগুলি উল্লেখ করে পাওনাদারদের ন্যায্য আচরণের ধারণার অর্থ ও পরিধি ব্যাখ্যা করে, যার মধ্যে এই পর্যবেক্ষণগুলিও ছিল যে পাওনাদারদের ন্যায্য আচরণ মানে শুধুমাত্র একই শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্য আচরণ; এবং সাধারণভাবে পাওনাদারদের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, পাওনাদারদের একে অপরের থেকে সুরক্ষিত রাখাও অপরিহার্য; এবং আরও যে বিধি এমনভাবে পড়া উচিত নয় যাতে পাওনাদারদের দেউলিয়া কার্যক্রমে সাধারণ আইনের অধীনে তারা যে অধিকার ভোগ করবে তার চেয়ে বেশি অধিকার দেওয়া হয়, যদি না এটি কোনো দেউলিয়া উদ্দেশ্য পূরণ করে।

৬.১. এসসার স্টিল (উপরোক্ত) এ বর্ণিত নীতিগুলি নোট করার পর, আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত সহ আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করে: -

"৬. দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি এর ধারা ৩০(৪) বিধান করে যে পাওনাদার কমিটি আর্থিক পাওনাদারদের ভোটিং শেয়ারের ৬৬% এর কম নয় এমন ভোটে একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে। এই ধরনের অনুমোদন সমাধান পরিকল্পনা-এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার পর, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি এর ধারা ৫৩ তে বর্ণিত জলপ্রপাত পদ্ধতির শর্তাবলীতে পাওনাদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে প্রস্তাবিত বন্টনের পদ্ধতি সহ, সুরক্ষিত পাওনাদারের অগ্রাধিকার এবং জামানতের মূল্য এবং ভারতীয় দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করার পর করা হবে। এই বিধানটি সহজভাবে পাঠ করলে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সমাধান পরিকল্পনা-এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত বিবেচনাগুলি, বিধিবদ্ধ বন্টন পদ্ধতি অনুসারে পাওনাদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রমের উল্লেখ সহ প্রস্তাবিত বন্টন, সুরক্ষিত পাওনাদারের অগ্রাধিকার এবং জামানতের মূল্য সহ অন্যান্য বিষয়গুলি পাওনাদার কমিটির বিবেচনার একচেটিয়া ডোমেনের মধ্যে পড়ে। সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই বিবেচনাগুলি পাওনাদার কমিটির মনে থাকতে হবে। ধারা ৩০(৪) এ প্রবর্তিত সংশোধনের বিষয়ে, এটি দেখা যাচ্ছে যে

৬) এরপরে 'এসার স্টিল'-এর ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৬ (খ) এর মাধ্যমে প্রবর্তিত সংশোধনী পাওনাদার কমিটিকে সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদনের সময় একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের জামানতের মূল্য বিবেচনা করার বিচক্ষণতা প্রদান করে।এটি একটি নির্দেশিকা এবং শর্তাবলীতে বাধ্যতামূলক নয়, যা পাওনাদার কমিটি কর্তৃক একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনা করা যেতে পারে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত মূলত পাওনাদার কমিটি-এর বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের 'এসসার স্টিল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পাওনাদার কমিটি বনাম সতীশ কুমার গুপ্তা এবং অন্যান্যরা' (উপরোক্ত) মামলার পর্যবেক্ষণগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"১৩১. ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৬ এর উপ-প্রকরণ (খ) এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা, আবার সেই নমনীয়তার দিকে যায় যা বিধি পাওনাদার কমিটিকে একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন বা অনুমোদন না করার ক্ষমতা দেয় এবং যা ধারা ৫৩-তে উল্লিখিত পাওনাদারদের বিভিন্ন শ্রেণী, এবং একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের জামানতের বিভিন্ন অগ্রাধিকার এবং মূল্য বিবেচনা করতে পারে। এই নমনীয়তার কথা বিএলআরসি প্রতিবেদন, ২০১৫-তে উল্লেখ করা হয়েছে (এই রায়ের অনুচ্ছেদ ৫৬ দেখুন)। এছাড়াও, "পারে" শব্দটি দ্বারা পাওনাদার কমিটিকে প্রদত্ত বিচক্ষণতা আবারও স্পষ্ট করে যে এটি কেবল একটি নির্দেশিকা যা এই উপ-প্রকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এবং যা পাওনাদার কমিটি একটি সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় প্রয়োগ করতে পারে। এই সমস্ত কারণের জন্য, তাই, এই বিধানগুলির কোনটি সাংবিধানিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ তা ধরে রাখা কঠিন।"

৭. এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বন্টন প্রকল্পের অগ্রাধিকার এবং জামানতের মূল্য সহ অন্যান্য বিবেচনাগুলি পাওনাদার কমিটি-এর পরিধির মধ্যে পড়ে। এই ধরনের বিবেচনাগুলি, পাওনাদার কমিটি-এর বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক হওয়ায়, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি-এর ধারা ৬১(৩) এর পরামিতিগুলির মধ্যে আপিলে বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে না। যদিও এটি সত্য যে ধারা ৩০(৪) এর সংশোধনের আগে পাওনাদার কমিটিকে একটি সমাধান পরিকল্পনা-এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে প্রাপ্ত জামানতের মূল্য বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল না,

আইনসভা সংশোধনী এনেছে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক তাদের বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে বিবেচনাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে তার পরিধি প্রসারিত করতে।এই ধরনের বিবেচনা শুধুমাত্র পাওনাদার কমিটিকে আরও ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে তারা একটি সমাধান পরিকল্পনার কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যেখানে অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকা পাওনাদারদের মধ্যে ন্যায্য বন্টনই মূল কথা। তবে, পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে নেওয়া এই ধরনের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বিচারিক হস্তক্ষেপের যোগ্য হবে না, যদি না একই শ্রেণীর অন্তর্গত পাওনাদারদের সাথে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ না করা হয়।

৮. আমরা এই আপিলের কোনো সারবত্তা খুঁজে পাইনি, এটি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হলো।"

৭. আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর মূল যুক্তি আবারও বিধির ধারা ৩০(৪) কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এটি দাবি করা হয়েছে যে পাওনাদার কমিটি সেই সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারত না যা প্রতিটি পাওনাদারের মধ্যে বন্টনের পদ্ধতি নির্ধারণের সময় পাওনাদারদের জামানতের অগ্রাধিকার এবং মূল্য বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আইনসভা তার বিচক্ষণতা অনুযায়ী বিধির ধারা ৩০(৪) সংশোধন করেছে, যেখানে পাওনাদার কমিটিকে বিধির ধারা ৫৩(১) এ বর্ণিত পাওনাদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম, একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের জামানতের অগ্রাধিকার এবং মূল্য সহ, বিবেচনা করতে হবে। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, আপিলকারীর সমাধান পরিকল্পনায় ভিন্নমতের প্রাথমিক কারণ ছিল যে, ১৩.৩৮ কোটি টাকার বেশি মোট স্বীকৃত দাবির বিপরীতে, সমাধান আবেদনকারী আপিলকারীকে মাত্র ২.০২৬ কোটি টাকা প্রস্তাব করেছিল, এমনকি আপিলকারীর হাতে থাকা জামানতের মূল্যও বিবেচনা না করে, যার মূল্য ১২ কোটি টাকার বেশি ছিল বলে স্বীকার করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী এসসার স্টিল (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এই আদালতের জয়পি কেনসিংটন বুলেভার্ড অ্যাপার্টমেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা বনাম এনবিসিসি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, ২৪.০৩.২০২১[৭] তারিখে প্রদত্ত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল বিচারালয়ের এই বিবেচনা যে বিধির ধারা ৩০(৪) এর সংশোধনী শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা ছিল, তা এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় যে পাওনাদার কমিটির তার বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার এবং বিধির বিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন পরিকল্পনা অনুমোদন করার কোনো অনিয়ন্ত্রিত এবং স্বেচ্ছাচারী অধিকার নেই।

৭) এরপর থেকে 'জেপি কেনসিংটন'-এর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনে এবং নথিভুক্ত উপাদানগুলি পর্যালোচনা করে, আমরা স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এই আপিলে কোনো সারবত্তা নেই এবং এটি ভর্তির যোগ্য নয়।

৯. আইনের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত দাবিগুলির বিষয়ে, বিধির ধারা ৩০-এর বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত, যা একটি সমাধান পরিকল্পনা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া, এর বাধ্যতামূলক বিষয়বস্তু, পাওনাদার কমিটি কর্তৃক এর বিবেচনা ও অনুমোদন, এবং অনুমোদনের জন্য বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে এটি জমা দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। বিধির ধারা ৩০-এর উপ-ধারা (২) এবং (৪), বর্তমান উদ্দেশ্যর জন্য প্রাসঙ্গিক হওয়ায়, অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে, নিম্নলিখিতভাবে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে: -

"ধারা ৩০. সমাধান পরিকল্পনা জমা দেওয়া- (১) xxx xxx xxx

(২) রেজোলিউশন পেশাদার প্রতিটি প্রাপ্ত সমাধান পরিকল্পনা পরীক্ষা করবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্রতিটি সমাধান পরিকল্পনা-

(ক) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্যান্য ঋণের ৮ [পরিশোধ] অগ্রাধিকারে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ পরিশোধের ব্যবস্থা করে;

৯[(খ) কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, যা নিম্নলিখিতগুলির চেয়ে কম হবে না-

(i) ধারা ৫৩ এর অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবসায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাওনাদারদের যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে; অথবা

(ii) যদি সমাধান পরিকল্পনা অনুসারে বিতরণযোগ্য অর্থ ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) এর অগ্রাধিকার ক্রম অনুসারে বিতরণ করা হতো, তবে এই ধরনের পাওনাদারদের যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হতো,

এই দুটির মধ্যে যেটি বেশি, এবং সমাধান পরিকল্পনার পক্ষে ভোট দেয় না এমন আর্থিক পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে বোর্ড কর্তৃক

৮) ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ২৩ (ii)(ক) দ্বারা "পরিশোধ" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (০৬.০৬.২০১৮ থেকে কার্যকর)।

৯) ২০১৯ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ৬(ক) দ্বারা প্রকরণ (খ) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (১৬.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর)। পূর্বে প্রকরণ (খ) ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ২৩(ii)(ক) দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল (০৬.০৬.২০১৮ থেকে কার্যকর)। প্রতিস্থাপনের আগে প্রকরণ (খ) নিম্নরূপ ছিল:

"(খ) কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের এমন পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করে যা বোর্ড দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যা ধারা ৫৩ এর অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবসায়নের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের প্রদেয় অর্থের চেয়ে কম হবে না;"

নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবসায়নের ক্ষেত্রে ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে এই ধরনের পাওনাদারদের যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তার চেয়ে কম হবে না।

ব্যাখ্যা ১—সন্দেহ দূর করার জন্য, এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এই প্রকরণের বিধান অনুসারে একটি বিতরণ এই ধরনের পাওনাদারদের প্রতি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত হবে।

ব্যাখ্যা ২—এই প্রকরণের উদ্দেশ্যগুলির জন্য, এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ এর কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে, এই প্রকরণের বিধানগুলি একটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে-

(i) যেখানে বিচারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদিত বা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি;

(ii) যেখানে ধারা ৬১ বা ধারা ৬২ এর অধীনে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছে অথবা এই ধরনের একটি আপিল বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে সময়সীমার দ্বারা বারিত নয়; অথবা

(iii) যেখানে একটি সমাধান পরিকল্পনার বিষয়ে বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একটি আইনি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;]

(গ) সমাধান পরিকল্পনার অনুমোদনের পর কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিষয়াদি পরিচালনার ব্যবস্থা করে;

(ঘ) সমাধান পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান;

(ঙ) বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করে না;

(চ) বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট করা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে।

[১০][ব্যাখ্যা—প্রকরণ (ঙ)-এর উদ্দেশ্যগুলির জন্য, যদি সমাধান পরিকল্পনা-এর অধীনে পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৮ নং) বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে শেয়ারহোল্ডারদের কোনো অনুমোদন প্রয়োজন হয়, তবে এই ধরনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এটি সেই আইন বা বিধির লঙ্ঘন হবে না।]

১০) ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ২৩(ii)(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত (০৬.০৬.২০১৮ থেকে কার্যকর)।

[১১][(৪) পাওনাদার কমিটি আর্থিক পাওনাদারদের ভোটিং শেয়ারের [১২][ছিয়াত্তর] শতাংশের কম নয় এমন ভোটে একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে, এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার পর, [১৩][প্রস্তাবিত বন্টনের পদ্ধতি, যা ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পাওনাদারদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম, একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের জামানতের অগ্রাধিকার এবং মূল্য সহ] এবং বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট করা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে:

তবে শর্ত থাকে যে, পাওনাদার কমিটি দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০১৭ (২০১৭ সালের অধ্যাদেশ ৭) এর শুরুর আগে জমা দেওয়া একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করবে না, যেখানে সমাধান আবেদনকারী ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য এবং যেখানে তার কাছে অন্য কোনো সমাধান পরিকল্পনা উপলব্ধ না থাকলে রেজোলিউশন পেশাদারকে একটি নতুন সমাধান পরিকল্পনা আমন্ত্রণ জানাতে বলতে পারে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি প্রথম শর্তে উল্লিখিত সমাধান আবেদনকারী ধারা ২৯ক এর প্রকরণ (গ) এর অধীনে অযোগ্য হয়, তবে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক সেই সমাধান আবেদনকারীকে ধারা ২৯ক এর প্রকরণ (গ) এর শর্ত অনুসারে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের বেশি নয় এমন সময়সীমা দেওয়া হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, দ্বিতীয় শর্তে কোনো কিছুই ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তের উদ্দেশ্যে সময়সীমা বৃদ্ধিরূপে গণ্য হবে না, এবং কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সেই উপ-ধারায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।]

[১৪][আরও শর্ত থাকে যে, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০১৮ (২০১৮ সালের অধ্যাদেশ ৬) দ্বারা সংশোধিত ধারা ২৯ক-এর যোগ্যতার মানদণ্ড সেই সমাধান আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যিনি দেউলিয়া এবং

১১) ২০১৮ সালের ৮ নং আইন, ধারা ৬ দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (২৩.১১.২০১৭ থেকে কার্যকর)। প্রতিস্থাপনের আগে উপ-ধারা (৪) নিম্নরূপ ছিল:

"(৪) পাওনাদার কমিটি আর্থিক পাওনাদারদের ভোটিং শেয়ারের পঁচাত্তর শতাংশের কম নয় এমন ভোটে একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে।"

১২) ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ২৩(iii)(ক) দ্বারা "পঁচাত্তর" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (০৬.০৬.২০১৮ থেকে কার্যকর)।

১৩) ২০১৯ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ৬(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত (১৬.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর)।

১৪) ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন, ধারা ২৩(iii)(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত (০৬.০৬.২০১৮ থেকে কার্যকর)।

দেউলিয়া বিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০১৮ (২০১৮ সালের অধ্যাদেশ ৬) কার্যকর হওয়ার তারিখে সমাধান পরিকল্পনা জমা দেননি।]

১০. সমাধান পরিকল্পনা বিবেচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে, এখন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিষয়টি মূলত পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর জন্য বিধির ধারা ৩০(২) এর চার কোণের মধ্যে; এবং আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য ধারা ৩০(২) ধারা ৬১(৩) সহ পঠিত হলে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত থাকে। জয়পি কেনসিংটন (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত এসসার স্টিল (উপরোক্ত) এবং কে. শশীধর বনাম ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক এবং অন্যান্যরা: (২০১৯) ১২ এসসিসি ১৫০ এবং মহারাষ্ট্র সীমলেস লিমিটেড বনাম পদ্মনাভন ভেঙ্কটেশ এবং অন্যান্যরা: (২০২০) ১১ এসসিসি ৪৬৭-এর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি নোট করার পর, নীতিগুলি নিম্নরূপ সারসংক্ষেপ করেছে:

"৭৭. দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি-এর পরিকল্পনায়, যেখানে সমাধান পরিকল্পনা-এর অনুমোদন সম্পূর্ণরূপে পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার আওতাধীন, সেখানে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সংশ্লিষ্টভাবে ধারা ৩১ এর বিধানগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর অনুমোদনের ক্ষেত্রে এবং ধারা ৩২ ধারা ৬১ সহ পঠিত হলে অনুমোদনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগের ক্ষেত্রে।

৭৭.১. বিচারিক পর্যালোচনার উপর এই ধরনের সীমাবদ্ধতাগুলি এই আদালত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে যথাযথভাবে তুলে ধরেছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সমাধান পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর ক্ষমতা পাওনাদার কমিটি কর্তৃক প্রয়োগ করা বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার সঠিকতা বা অন্যথা পরীক্ষা করার জন্য প্রসারিত হয় না। বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর জন্য উপলব্ধ সীমিত বিচারিক পর্যালোচনা বিধির ধারা ৩০(২) এর চার কোণের মধ্যে থাকে, যা মূলত পরীক্ষা করবে যে সমাধান পরিকল্পনা বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করে না, এটি বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট করা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে, এবং এটি নিম্নলিখিতগুলির ব্যবস্থা করে: (ক) দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ; (খ) কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ; (গ) ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ; (ঘ) সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদনের পর কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিষয়াদি পরিচালনা; এবং (ঙ) সমাধান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান।"

৭৭.২. বিচারিক পর্যালোচনার পরিধির উপর সীমাবদ্ধতাগুলি একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদনকারী আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য প্রদত্ত সীমিত ভিত্তির দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়, অর্থাৎ, যদি পরিকল্পনাটি বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করে; অথবা কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকালে রেজোলিউশন পেশাদার কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগে বস্তুগত অনিয়ম হয়েছে; অথবা কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়নি; অথবা দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়নি; অথবা সমাধান পরিকল্পনা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট করা অন্য কোনো মানদণ্ড মেনে চলে না।

৭৭.৩. এসসার স্টিল (উপরোক্ত) এ বিচারিক পর্যালোচনার পরিধি সম্পর্কে যে মূল প্রস্তাবনাগুলি দেওয়া হয়েছে তা হলো, বিচারক কর্তৃপক্ষ দেখবে যে পাওনাদার কমিটি এই বিষয়টি বিবেচনা করেছে কিনা যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকালে একটি চলমান সংস্থা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন; যে তার সম্পদের মূল্য সর্বাধিক করা প্রয়োজন; এবং কার্যনির্বাহী পাওনাদার সহ সকল অংশীদারের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। এবং, যদি বিচারক কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দেখতে পায় যে প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি বিবেচনায় রাখা হয়নি, তবে এটি পাওনাদার কমিটির কাছে সমাধান পরিকল্পনাটি পরামিতিগুলি পূরণ করার পর পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য ফেরত পাঠাতে পারে। এরপর, মহারাষ্ট্র সীমলেস লিমিটেড (উপরোক্ত) এ যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, বিচারক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষের কোনো ন্যায়সঙ্গত ধারণা বা পরিমাণগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাধান পরিকল্পনা মূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। এইভাবে, যেকোনো ঋণ বা সম্পদের আচরণ মূলত আর্থিক পাওনাদারদের সম্মিলিত বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার উপর ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন।"

১১. এর জন্য খুব বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই যে, সমাধান পরিকল্পনায় আর্থিক প্রস্তাব পাওনাদার কমিটির ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের মূল অংশ গঠন করে। একবার যদি দেখা যায় যে সমস্ত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং যত্ন নেওয়া হয়েছে, তবে বিচারিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি কোনো নির্দিষ্ট পাওনাদার বা কোনো অংশীদারের প্রতি পরিমাণগত বিশ্লেষণ করার জন্য প্রসারিত করা যায় না, যিনি নিজের অসন্তোষ বহন করতে পারেন। অন্য কথায়, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি-এর পরিকল্পনায়, প্রতিটি অসন্তোষ আইনি অভিযোগের চরিত্র ধারণ করে না এবং আপিলের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[১৫]

১৫) দৃষ্টান্তস্বরূপ, জয়পি কেনসিংটন (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে, সমাধান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলির বিষয়ে, এই আদালত রায় দেয় যে তাদের অভিযোগগুলিকে আইনি অভিযোগ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না (অনুচ্ছেদ ১৫৪ দেখুন)।

১২. বিধির ধারা ৩০ এর সংশোধিত উপ-ধারা (৪) এর বিধানগুলি, যার উপর আপিলকারীর পক্ষে অতিরিক্ত নির্ভর করা হয়েছে, আমাদের মতে, আপিলকারীর অনুরোধে সমাধান পরিকল্পনা-এ হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ তৈরি করে না। ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৬ এর উপ-প্রকরণ (খ) এর মাধ্যমে বিধির ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও প্রভাব এসসার স্টিল (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যা আপিল কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে নোট করেছে (পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি দেখুন)। জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল বিচারালয়, তাই, এই পর্যবেক্ষণ করে সঠিক ছিল যে ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) এর এই সংশোধনী শুধুমাত্র পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগের সময় বিবেচনাগুলিকে প্রসারিত করেছে যাতে সমাধান পরিকল্পনা-এর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকা পাওনাদারদের মধ্যে ন্যায্য বণ্টনের সাথে; এবং পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে নেওয়া ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না যদি না একই শ্রেণীর অন্তর্গত পাওনাদারদের সাথে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ অস্বীকার করা হয়।

১২.১. ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের প্রশ্নে, যদিও বিচারক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ই সমাধান পরিকল্পনা-এর পক্ষে সমান্তরাল সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তবুও নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য, আমরা সমাধান পরিকল্পনা-এর আর্থিক প্রস্তাবটি দেখেছি। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, সমস্ত সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের (তাদের সকলেরই জামানত থাকা উচিত) অর্থ পরিশোধের প্রস্তাবটি ন্যায্য এবং আপিলকারীর জন্য প্রস্তাবিত অর্থ অন্যান্য সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের জন্য প্রস্তাবিত অর্থের শতাংশের সমতুল্য। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ অস্বীকার বা অগ্রাধিকার উপেক্ষা করার কোনো ঘটনা তৈরি হয়নি।

১৩. আপিলকারীর পক্ষে তার জামানত মূল্যের উল্লেখ করে বারবার যে বক্তব্য জমা দেওয়া হয়েছে, তার কোনো অর্থ বা সারবত্তা নেই। ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার যা পাওয়ার অধিকারী তা বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর পরবর্তী অংশে নির্দিষ্ট করা আছে এবং এটি এই আদালত এসসার স্টিল মামলায় নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছে: -

"১২৮. ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৩০(২)(খ) এর প্রতিস্থাপনের বৈধতার ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্ট যে প্রতিস্থাপিত ধারা ৩০(২)(খ) কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের পূর্বে যা দেওয়া হয়েছিল

একইভাবে, যখন এই আদালত লক্ষ্য করে যে ফ্ল্যাট ক্রেতারা একটি শ্রেণী হিসাবে পরিকল্পনাটিতে সম্মত হয়েছিল, তখন এটি রায় দেয় যে কোনো স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ক্রেতা বা সমিতি সমাধান পরিকল্পনাকে বিরোধিতা করার অধিকারী নয় এবং কোনো আইনি অভিযোগ বহন করছে বলে গণ্য করা যায় না (অনুচ্ছেদ ১৭০ দেখুন)।

তার চেয়ে বেশি কিছু দেয় কারণ উপ-প্রকরণ (খ) এর উপ-প্রকরণ (i) এবং (ii) এ উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে যেটি বেশি, সেটিই এখন কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের ন্যূনতম পরিমাণ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।উপ-প্রকরণ (খ)-এর শেষ অংশ, যা ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের উল্লেখ করে, সে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীমতী মাধবী দিভান তার যুক্তিতে সঠিক যে ধারা ৩০(২)(খ) প্রকৃতপক্ষে কার্যনির্বাহী পাওনাদার এবং ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের অনুকূলে একটি উপকারী বিধান, কারণ তাদের এখন একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, কার্যনির্বাহী পাওনাদারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিমাণ প্রকরণ (খ)-এর উপ-প্রকরণ (i) এবং (ii) এর অধীনে গণনা করা দুটি পরিসংখ্যানের মধ্যে যেটি বেশি, এবং ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিমাণটি এমন একটি ন্যূনতম পরিমাণ যা পূর্বে প্রদেয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সংশোধনের পূর্বে, সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদাররা ভিন্নমতাবলম্বী অরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের দাবিয়ে দিতে পারত, ৬৬% ভোটিং সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে তাদের বকেয়াগুলির জন্য কিছুই না বা প্রায় কিছুই না দেওয়ার জন্য ভোট দিত। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় এটি করা সম্ভব হতে পারত কিন্তু সংশোধনের পর এই ধরনের আর্থিক পাওনাদারদের এখন উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। শ্রীমতী মাধবী দিভান এই কথা বলতেও সঠিক যে, ধারা ৫৩-তে উল্লিখিত পাওনাদারদের পরিশোধের অগ্রাধিকার ক্রম সংশোধিত উপ-ধারা (২)(খ)-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ধারা ৫৩ শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে কার্যনির্বাহী এবং আর্থিক পাওনাদারদের বিভিন্ন শ্রেণীকে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়। শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ধারা ৫৩(১) দেখা উচিত কারণ এটি স্পষ্ট যে পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতাই স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করে যে বিধি এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানগুলির বিধান অনুসারে পাওনাদারদের বিভিন্ন শ্রেণী এবং উপ-শ্রেণীকে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হবে।"

(গুরুত্ব আরোপের জন্য আন্ডারলাইন করা হয়েছে)

১৩.১. এইভাবে, বিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানগুলির বিধান অনুসারে পাওনাদারদের বিভিন্ন শ্রেণী বা উপ-শ্রেণীকে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তা মূলত পাওনাদার কমিটির বাণিজ্যিক বিচক্ষণতার বিষয়; এবং আপিলকারীর মতো একজন ভিন্নমতাবলম্বী সুরক্ষিত পাওনাদার জামানতের মূল্যের উল্লেখ করে তাকে আরও বেশি অর্থ পরিশোধ করার প্রস্তাব দিতে পারে না।

১৪. জয়পি কেনসিংটন (উপরোক্ত) মামলায়, সমাধান পরিকল্পনায় প্রস্তাব ছিল যে, যদি ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদাররা বিধিগুলির

ধারা ৩০ এবং ৫৩, কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বিধিগুলির প্রবিধান ৩৮ সহ পঠিত হলে, অবসায়ন মূল্যের প্রকৃতির কিছু অর্থের অধিকারী হয়, তবে তাদের প্রস্তাবিত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থার ইক্যুইটির আনুপাতিক অংশে এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্তর্গত নির্দিষ্ট জমিগুলির হস্তান্তরের মাধ্যমে এই ধরনের অবসায়ন মূল্য প্রদান করা হবে।সমাধান পরিকল্পনায় ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের প্রতি দায় মেটানোর এই পদ্ধতিটি বিচারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়নি; এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর এই আদেশের এই অংশটি এই আদালত কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের সাথে বহাল রাখা হয়েছিল যে সমাধান পরিকল্পনায় প্রস্তাবটি বিধির[১৬] ধারা ৩০(২)(খ) এর প্রকরণ দ্বারা অনুমিত 'পরিশোধ'-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সেই প্রেক্ষাপটে, এই আদালত রায় দেয় যে 'পরিশোধ'-এর এই ধরনের কাজ শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণ হস্তান্তর করে অথবা ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের প্রাপ্য অনুসারে জামানত কার্যকর করার মাধ্যমে এই ধরনের অর্থ পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দিয়ে হতে পারে। এই আদালত আরও স্পষ্ট করে যে, যদি একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার একটি বৈধ জামানত ধারণ করে, তবে এই ধরনের ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের অর্থ পাওয়ার অধিকার তার প্রাপ্তব্য মূল্যের সীমা পর্যন্ত এবং তার জন্য উপলব্ধ অগ্রাধিকারের ক্রমে জামানত কার্যকর করার অনুমতি দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে। এই আদালত স্পষ্ট করে যে, এই ধরনের জামানত কার্যকর করার মাধ্যমে, একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার তার প্রাপ্য পরিমাণ অর্থ পাবে এবং এটি বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। এই আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে এবং রায় দেয়: -

"১২১.১. অতএব, যখন, বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত বাধ্যবাধকতা পূরণের উদ্দেশ্যে, ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারদের বিধির ধারা ৫৩ এর অধীনে প্রাপ্তব্য সম্পদের 'প্রাপ্তি' অনুসারে পরিমাপ করা একটি 'পরিমাণ' 'পরিশোধ' করতে হবে; এবং 'প্রদেয় পরিমাণ' তাদের সম্মতিদাতা অংশীদারদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে 'পরিশোধ' করতে হবে, তখন সংবিধি শুধুমাত্র অর্থের সমষ্টিকে উল্লেখ করছে এবং অন্য কিছু নয়। বিধানের কাঠামো এবং উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের মধ্যেও এটি দেখা যায়।"

১৬) জয়পি কেনসিংটন মামলায়, ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের বিষয়ে সমাধান পরিকল্পনার প্রস্তাব অনুমোদন না করার পর, বিচারক কর্তৃপক্ষ নিজেই পরিকল্পনার আপত্তিকর শর্তাবলী সংশোধন করে ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারকে আর্থিক পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিল। বিচারক কর্তৃপক্ষ-এর এই আদেশের পরবর্তী অংশটি এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি এই যুক্তিতে যে, সমাধান পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত আর্থিক মডেল সম্পর্কিত এই ধরনের শর্ত অনুমোদন না করার পর, বিচারক কর্তৃপক্ষ নিজেই তা সংশোধন করতে পারত না এবং বিষয়টি পাওনাদার কমিটি-এর কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো উচিত ছিল। তবে, জয়পি কেনসিংটন মামলার সেই অংশটি বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

বিধানের কাঠামো এবং উদ্দেশ্য এবং বিধির প্রকল্প অনুসারে, "পরিশোধ" শব্দটি স্পষ্টতই বাধ্যবাধকতা মুক্তির কাজের বর্ণনামূলক এবং একই সাথে, এই ধরনের কাজ করার পদ্ধতিও নির্দেশ করে। এবং, সেই কাজ কেবল অর্থের পরিমাণ হস্তান্তর করা, অথবা ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের প্রাপ্য অনুসারে জামানত কার্যকর করার মাধ্যমে এই ধরনের অর্থ পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

১২১.২. আমরা দ্রুত পর্যবেক্ষণ করব যে, যদি একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার একজন সুরক্ষিত পাওনাদার হন এবং তার অনুকূলে একটি বৈধ জামানত তৈরি করা হয় এবং বিদ্যমান থাকে, তবে এই ধরনের ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের "প্রদেয় পরিমাণ" পাওয়ার অধিকার তাকে জামানত কার্যকর করার অনুমতি দিয়েও পূরণ করা যেতে পারে, তার দ্বারা প্রাপ্তব্য মূল্যের সীমা পর্যন্ত এবং তার জন্য উপলব্ধ অগ্রাধিকারের ক্রমে। স্পষ্টতই, এই ধরনের একটি জামানত কার্যকর করার মাধ্যমে, একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার তার প্রাপ্য পরিমাণে "পরিশোধ" পাবে এবং তা বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে..."

(গুরুত্ব আরোপের জন্য আন্ডারলাইন করা হয়েছে)

১৪.১. জয়পি কেনসিংটন (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত বারবার স্পষ্ট করে বলেছে যে একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার তার প্রাপ্য অনুসারে অর্থ পাবে; এবং সেই প্রাপ্য তাকে জামানত কার্যকর করার অনুমতি দিয়েও পূরণ করা যেতে পারে, তার দ্বারা প্রাপ্তব্য মূল্যের সীমা পর্যন্ত। এটি কখনও বলা হয়নি যে, যদি একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের কাছে একটি জামানত উপলব্ধ থাকে, তবে সে সম্পূর্ণ জামানত কার্যকর করার বা তার কাছে উপলব্ধ জামানতের সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবে। এটি স্পষ্ট যে তার জামানতের সাথে লেনদেন, যদি প্রয়োজন হয়, তার দ্বারা প্রাপ্তব্য মূল্যের সীমা দ্বারা শর্তাধীন হবে।

১৪.২. আপিলকারীর দ্বারা প্রাপ্তব্য মূল্যের পরিমাণ সমাধান পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে, অর্থাৎ ২.০২৬ কোটি টাকা, যা অন্যান্য সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদারদের তাদের নিজ নিজ স্বীকৃত দাবির সাপেক্ষে প্রদত্ত অনুপাত এবং শতাংশের সমান। আপিলকারীর পক্ষ থেকে প্রায় ১২ কোটি টাকার জামানত মূল্যের বারবার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং বরং ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত।

১৫. একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণের উপর সীমাবদ্ধতা বিধির ধারা ৩০(২)(খ) এর সহজাত এবং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আইনসভার উদ্দেশ্য এমন ছিল না যে,

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদের উপর একজন ভিন্নমতাবলম্বী আর্থিক পাওনাদারের জন্য উপলব্ধ একটি জামানত তাকে অন্যান্য আর্থিক পাওনাদারদের চেয়ে অতিরিক্ত অধিকার প্রদান করে যাতে সে সমগ্র জামানত কার্যকর করতে পারে এবং এর মাধ্যমে একই শ্রেণীর পাওনাদারদের জন্য প্রস্তাবিত প্রাপ্তব্য তারল্য মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে একটি অসম পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

১৬. এটি জোর দিয়ে বলার দরকার নেই যে, যদি আপিলকারীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত যুক্তিগুলি গ্রহণ করা হয়, তবে এর ফল হবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদের মূল্য সর্বাধিককরণ এবং দেউলিয়া নিষ্পত্তির পরিবর্তে, প্রক্রিয়াগুলি আরও বেশি অবসায়নের দিকে নিয়ে যাবে, যেখানে প্রতিটি সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদার ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে দাঁড়ানোর বিকল্প বেছে নেবে। এই ধরনের ফলাফল বিধির দ্বারা অনুমিত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে; এবং তা সমর্থন করা যায় না। এই বিষয়ে এসসার স্টিল মামলায় এই আদালতের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি আমরা লাভজনকভাবে উল্লেখ করতে পারি:

"৮৫. প্রকৃতপক্ষে, যদি একটি 'সবার জন্য সমতা' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যা দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পাওনাদারদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, তবে সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদাররা অনেক ক্ষেত্রে রেজোলিউশনের পরিবর্তে অবসায়নের পক্ষে ভোট দিতে উৎসাহিত হবে, কারণ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অবসায়ন হলে একটি সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার চেয়ে তাদের আরও ভালো অধিকার থাকবে। এটি বিধির সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে, যা প্রথমে নিশ্চিত করে যে দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদের নিষ্পত্তি হয় এবং যদি এটি সম্ভব না হয় তবেই অবসায়ন অনুসরণ করা উচিত।"

১৭. যে কোনো দিক থেকে দেখলে, আপিলকারীর পক্ষে করা বক্তব্যগুলি গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন।

১৮. উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য, এই আপিল ব্যর্থ হলো এবং খারিজ করা হলো।

দেবিকা গুজরাল

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal